চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

এবং

সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০১৮– ৩০ জুন, ২০১৯

সূচিপত্র

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

উপক্রমণিকা

সেকশন ১: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

সেকশন ২ : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

সেকশন ৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য,অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রা সমূহ

সংযোজনী ১ : শব্দসংক্ষেপ(Acronyms)

সংযোজনী ২ : কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ,বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি

সংযোজনী ৩ : কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

• সাম্প্রতিক বছরসমূহের প্রধান অর্জনসমূহ :

২০০৯ সালের শুরুতেই বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা ছিল ৪,৯৪২ মেগাওয়াট যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬,০৪৬ মেগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে (ক্যাপটিভ সহ)। এসময়ে মোট জনসংখ্যার ৪৭ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। অর্থাৎ জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিদ্যুৎ খাতের অবস্থানসুস্পষ্ট। এ সমস্ত কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যুৎ খাতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে উৎপাদিত নেট বিদ্যুৎ ৫৭,২৭৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা এবং এর বিপরীতে বিউবোর নিজস্ব মোট নেট ২৬,৫৯৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা ও বেসরকারি খাতে মোট নেট ২৬,০২৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। বিদ্যুৎ খাতের এ উন্নয়নের জন্য সরকারের সিদ্ধান্ত দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নে বিউবো'র গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে সরকারি খাতে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা ৫৩%, বেসরকারি খাতে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা ৪০% এবং বিদ্যুৎ আমদানীর পরিমান ৫%|

বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি বিতরণ খাতে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত নির্মিত বিতরণ লাইনের পরিমাণ ২৯,৮১৯ সার্কিট কিলোমিটার এবং উপকেন্দ্রসমূহের ক্ষমতা প্রায় ৩৩৯০ এমভিএ-তে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকদের মধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে বিতরণ অবকাঠামোর উন্নয়ন, নির্মাণ ও সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

তাছাড়া বিউবো'র বিতরণ সিস্টেম লস একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য বিউবো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিউবো'র বিতরণ লস ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ছিল ১১.৮৯%, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১১.১৭%, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ১১.০১% এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯.২৭% যাহা বর্তমান অর্থ বছরে হ্রাস পেয়ে ১০.০০% এর নিচেই থাকবে। বিউবো'র সিস্টেম লস সিঙ্গেল ডিজিটে অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রজেক্টের অধীনে বিউবো কর্তৃক এ যাবৎ সর্বমোট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনের সংখ্যা ৭,১৭,০৭৩ টি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩(তিন) লক্ষাধিক মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্পিত দায়িত্ব পালনে বোর্ডের চ্যালেঞ্জসমূহ

বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ঃ

১৯৭৭ সালে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড গঠনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) একক সংস্থা হিসেবে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। এর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিপিডিসি, পিজিসিবি, ডেসকো, ওজোপাডিকো, এপিএসসিএল, ইজিসিবি ও নেসকো গঠিত হয়েছে। সংস্কার কার্যক্রম আওতায় ভবিষ্যতে আরো বিতরণ ও উৎপাদন কোম্পানী গঠনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। গঠিত কোম্পানীসমূহ একক সংস্থা হিসেবে উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্য না রেখে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। এছাড়াও বরাদ্দকৃত লোডের অতিরিক্ত লোড নেয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ফলে সিস্টেম পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে এবং সরকার/বিউবো'র ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। বিউবো সিঙ্গেল বায়ার হিসেবে বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানী, বেসরকারী খাতের আইপিপি ও রেন্টাল কোম্পানী থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করছে। সে সাথে বিউবো বিতরণ কোম্পানীসমূহের কাছে বিদ্যুৎ বিক্রি করছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প অর্থায়ন

দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারী খাতে নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষন ও পুনর্বাসন এবং বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষনের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে পরিকল্পনাধীন

বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহে আগামী ২০২৫ সাল নাগাদ প্রায় ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের প্রয়োজন হবে। প্রকল্প সমূহের অর্থায়ন নিশ্চিত করা একটি অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। এ জন্য সরকারি এবং বেসরকারি বিনিয়োগ সমান জরুরি।

দক্ষ লোকবল সৃষ্টি

বর্তমানে সরকারের ভিশন এবং নির্বাচনী অঙ্গীকারকে সামনে রেখে জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ সহ পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং সে সাথে বিতরণ লাইন, ট্রান্সফরমার, উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ আধুনিকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে যা ২০২৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিউবো'র অনুমোদিত সেট-আপ এবং উহার বিপরীতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির পরিসংখ্যান বিবেচনা করলে দেখা যায় বিউবো'র এ সেট-আপ তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি করা হয়নি। বিউবো'র এ বিশাল কর্মকান্ড সীমিত সেট-আপের মাধ্যমেই পরিচালনা করা হচ্ছে। এমতাবস্থায়, বিউবো'র উৎপাদন ও বিতরণ কর্মকান্ড;কাঙ্খিত পর্যায়ে নেয়ার লক্ষ্যে এবং গ্রাহকের সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনে এ সেট-আপ বৃদ্ধিও সেট-আপের বিপরীতে সরাসরি লোকবল নিয়োগ জরুরি হয়ে পড়েছে।

ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্যহীন বিদ্যুতের মূল্যহার

বিউবোকে একটি দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরবরাহ ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্যারিফ নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যক। বিদ্যুতের মূল্যহার সব সময়েই বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবারহ ব্যয় অপেক্ষা কম মূল্যে নির্ধারণ করা হয়। ফলে বিউবো কখেনোই আর্থিক ভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত হতে পারেনি। ব্যয়ের তুলনায় আয় কম হওয়ায় এবং বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি না হওয়ায় বর্তমানে সরকার কর্তৃক বিউবোকে ঋণ দিচ্ছে। ফলে সরকারি ঋণের কিস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, গ্রাম অঞ্চলে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিউবো'র বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যয় অপেক্ষা বিউবো'র গ্রাহকের নিকট বিক্রয়কৃত বিদ্যুতের মূল্য অনেক কম ধার্য্য করা হয়। বিউবো'র এ আর্থিক ক্ষতির জন্য সরকার বিউবোকে কোন ভর্তূকি প্রদান করে না। এছাড়া আবাসিক, কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুতের ট্যারিফ সরবরাহ ব্যয় অপেক্ষা অনেক কম। এ পরিস্থিতিতে বিদ্যুতের যৌক্তিক মূল্য বৃদ্ধি ব্যতিরেকে শুধুমাত্র সিস্টেম লস হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে বিউবো'র আর্থিক ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষাপটে বিউবোকে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা এবং ট্যারিফ জনিত লোকসানের হাত থেকে রক্ষার জন্য সরবরাহ ব্যয় অনুযায়ী বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে উন্নীত করণে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। এ চাহিদা মোকাবিলার জন্য প্রতি বছর বিভিন্ন জ্বালানি ভিত্তিক নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। পরিকল্পনা মোতাবেক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেঃওঃ এবং ২০৩০ সালে মধ্যে ৪০,০০০ মেঃওঃ করার লক্ষ্যে বিউবো পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। এ পরিকল্পনাসমূহ বিউবো সহ সরকারি ও বেসরকারি খাতে বাস্তবায়িত হবে। ২০২১ সালের মধ্যে ঘরে ঘরে নিরবিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিউবো'র বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প চট্টগ্রাম/ময়মনসিংহ/কুমিল্লা/সিলেট এর কার্যক্রম জোরালো ভাবে চলছে। বিতরণ খাতে সিষ্টেম লস হ্রাস ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে শতভাগ স্মার্ট মিটার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান লক্ষ্যমাত্রাসমূহ:

- বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ২২৯২ মেগাওয়াট বৃদ্ধি;
- ৮০০ কিলোমিটার নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ;
- বিতরণ সিষ্টেম লস ১০.০০% এর নিচে আনা ;
- ১,৫০,০০০ প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন; এবং
- দক্ষ জনবল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেজনপ্রতি বার্ষিক ৭০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান
- প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত ৩৩ কেভি লাইন ও উপকেন্দ্র ৫০% এবং ১১ কেভি লাইন ১০০০ কিঃমিঃ GIS Mapping করণ।

বিউবো বিদ্যুৎ সেক্টরে প্রধান সমন্বয়কের ভূমিকা পালনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ভূমিকা রাখছে।

উপক্রমণিকা
(Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

এবং

সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে ২০১৮ সালের জুন মাসের ১৯ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: